বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার জলাবদ্ধতাঃ স্থানীয় অভিযোজন এবং গৃহীত কৌশল

নদীরবুকে পলি জমা হওয়া এবং সমুদ্র-তলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উঁচু জোয়ারের প্রভাবে স্থলভাগের দিকে সাগরের পানির আগমনের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাম্প্রতিক দুই থেকে তিন দশক যাবৎ দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা সমস্যা তৈরী হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রমুখী নদীসমূহে পানির ক্ষীণ প্রবাহই সমস্যার মূলহেতু যার দরুন সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের বুক পলি দ্বারা ভরে গেছে যার প্রধান কারণ হচ্ছে উক্ত অঞ্চলের পোল্ডারসমূহ যা ষাটের দশকে উপকূলীয় বেরীবাঁধ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলাসমূহের প্রায় ১২৮ হাজার হেক্টর ফসলী জমি জলমগ্ন হওয়ায় কৃষিজ উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং উক্ত এলাকার প্রায় এক মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা ব্যহত হচ্ছে। জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তন আগামী দিনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জকে আরো জর্জরিত করবে যেখানে উক্ত এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা এমনিতেই জলবায়ুগত সহনশীলতায় সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্বল্পমাত্রার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কারণে অরক্ষিত বা হুমকির সম্মুখীন। জলাবদ্ধতার প্রভাব দূরীকরণে তড়িৎ ও স্বল্পমেয়াদী প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ঘরবাড়ীর ভিটাসহ বসতি এলাকা ও ভৌত অবকাঠামোসমূহ উঁচুকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী পরিকল্পনায় নীচু এলাকা তথা বিলসমূহ উঁচুকরণের জন্য উপকূলীয় নদী ব্যবস্থাপনা (টিআরএম) বা জোয়ারাধার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ভরাট হওয়া মরা নদী, খাল, পুকুর ও সেচ নালাসমূহ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রম যেমন- *কাজের-বিনিময়ে-খাদ্য (কাবিখা)* বা *কাজের-বিনিময়ে-টাকা (কাবিটা)* কর্মসূচীর আওতায় খনন বা পুনঃখনন এবং খননকৃত মাটি দ্বারা গ্রামীণ রাস্তাঘাট, উপকূলীয় বেড়িবাঁধ বা পোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ উঁচু বা মেরামত করে এতদঞ্চলের বন্যা বা জলাবদ্ধতা দূর করা যেতে পারে। ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের নিমিত্তে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জলাবদ্ধ এলাকার স্থানীয় জনগন ভাসমান পদ্ধতির কৃষি, *সর্জান* পদ্ধতিতে ফসলের চাষ ও নীচু জমিতে মাছ চাষের সাথে জড়িত আছে। ঐসব জলাবদ্ধ জমির চারিধারের আইল উঁচু ও মোটা করে তারা সবজী ও ফলের চাষ করে। এইসব স্থানীয় অভ্যাসগুলিকে আরো যাচাই-বাছাই ও জলবায়ু পরিবর্তনে উপযোগী করে দেশের জলাবদ্ধ এলাকায় অভিযোজিত করার পরিকল্পনা গ্রহন করা উচিৎ। এই গবেষণায় উল্লেখিত সমরূপ কৃষি-জলবায়ুগত সমস্যায় নিপতিত এলাকা বা দেশসমূহের জন্য বর্নিত পদক্ষেপগুলো প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রধান শব্দসমূহঃ বাঁধ, জলবায়ু পরিবর্তন, বাঁধদ্বারা জলের প্রবাহ রোধ করা, বেরীবাঁধ, পোল্ডার, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, পানি সঞ্চয়ন